

## মানুষের গুণাবলী

যে সকল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য থাকলে কোন একটি প্রাণীকে মানুষ বলে ধরা যেতে পারে সেগুলিকেই মানুষের ধর্ম বলা হয়। মানুষের সেই ধর্ম বা গুণগুলির আলোচনা প্রসঙ্গে অন্য প্রাণী বা পদার্থের ধর্ম নিয়ে একটু আলোচনা করে নিই।

### পদার্থের ধর্ম :

যে সব গুণ বা বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে কোন একটি পদার্থের পরিচয় পাওয়া যায় সেই সব গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে পদার্থের ধর্ম বলা হয়।  
পদার্থের দুই প্রকার ধর্ম :

ভৌত ধর্ম ও রাসায়নিক ধর্ম

ভৌত ধর্ম :

যে সব গুণ বা বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে পদার্থের বাহ্যিক অবস্থা ও আচরণের পরিচয় জানা যায় সেই সব গুণ বা বৈশিষ্ট্য হল পদার্থের ভৌত ধর্ম। যেমন পদার্থের গন্ধ, বর্ণ, স্বাদ, ঘনত্ব, গলনাঙ্ক, স্ফুটনাঙ্ক প্রভৃতি।

রাসায়নিক ধর্ম :

যে সব গুণ বা বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে কোন পদার্থের মূল গঠন ও অন্য পদার্থের প্রতি রাসায়নিক আচরণ সঠিক ভাবে জানা যায় তাদেরকে রাসায়নিক ধর্ম বলে। কোন পদার্থের সঙ্গে জল, বায়ু অ্যাসিড, ক্ষার বা অন্য পদার্থের ক্রিয়া প্রভৃতি হল ওই পদার্থের রাসায়নিক ধর্ম।

### উদ্ভিদের ধর্ম :

যে সব গুণ বা বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে অন্য সব বস্তু ও প্রাণীদের থেকে উদ্ভিদকে আলাদা করে চিনতে পারা যায় সেই সব গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে উদ্ভিদের ধর্ম বলা হয়। যেমন :

সালোক সংশ্লেষ পদ্ধতিতে নিজের খাদ্য নিজে তৈরী করা

\*শুসন

খাদ্যের পরিপাক ও পুষ্টি আন্তীকরণ

সংবহন

রেচন

নির্দা

বৎশবিস্তার

### প্রাণীর ধর্ম :

যে সব গুণ বা বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে কোন একটি প্রাণীর পরিচয় পাওয়া যায় বা অন্য পদার্থ বা উদ্ভিদ থেকে আলাদা করা যায় সেই সব গুণ বা বৈশিষ্ট্যকে প্রাণীর ধর্ম বলা হয়। যেমন :

\*খাদ্য অন্ত্যেগণ ও গ্রহণ

\*খাদ্য পরিপাক ও সার বস্তুর আন্তীকরণ

\*রেচন

\*শুসন

\*নির্দা

\*বৎশবিস্তার

\*চিন্তা শক্তি

\*ভয়

\*বাসস্থান ও আত্মারক্ষার চৃষ্টা

\*অপ্রত্য যেহে

কারও কারও মধ্যে সামাজিক দায়বদ্ধতার পরিচয় ও দলবদ্ধভাবে কাজ করার ও শৃঙ্খলার পরিচয়। প্রজননের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ সংযমের পরিচয়।

### ঈশ্বরের ধর্ম :

\*আকুলতায় সাড়া দেন

\*ভালোবাসায় বশীভূত হন

\*অহঙ্কার সহ্য করতে পারেন না

### মানুষের ধর্ম :

১। সততা

২। সত্যবাদিতা

- ৩। ক্ষমা
- ৪। ত্যাগ
- ৫। ধৈর্য
- ৬। অধ্যবসায়
- ৭। দয়া
- ৮। প্রেম সবার প্রতি ও ইশ্বরের প্রতি
- ৯। শৃঙ্খলা
- ১০। কর্তব্যবোধ
- ১১। আত্মবিশ্বাস
- ১২। নিরহঙ্কার
- ১৩। সেবা
- ১৪। কথায় ও কাজের সামঞ্জ
- ১৫। স্বাস্থ্য সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা
- ১৬। শ্রম-সাধনা
- ১৭। দেশ প্রেম
- ১৮। শিষ্টাচার
- ১৯। সংযম
- ২০। বাবা-মায়ের প্রতি কর্তব্য
- ২১। শিক্ষা-গুরুর প্রতি কর্তব্য

### ১। সততা :

সৎ হওয়া, সৎ থাকা এবং সৎ তাবে জীবন যাপন করা এক অতি কঠোর কাজ। সততা বলতে যে কাজগুলো সমাজে অন্যায় ও নিষ্পদ্ধনীয় বলে বিবেচিত তার থেকে বিরত থাকা। অন্যায় কাজ যেমন অন্যায় পথে আয় করা, কারও কাছে খণ্ড নিয়ে তা ফেরত না দেওয়া বা তা অঙ্গীকার করা। নিজের উন্নতির জন্য বা লাভের জন্য অন্যের ক্ষতি করা, সমাজের ক্ষতি করা বা দেশের ক্ষতি করা। যে জিনিসের যা ন্যায্য দাম তার থেকে বেশি দামে বিক্রি করা, পণ্য মজুত করে কৃত্রিম অভাব সৃষ্টি করে জিনিসের দাম বাড়িয়ে দেওয়া, পণ্যের সাথে ভেজাল মেশানো, গ্রাহককে কোন জিনিস ওজনে কম দেওয়া, অন্যায় তাবে কারও সম্পত্তি দখল করা, কথা দিয়ে কথা না রাখাও অসতের পরিচয় ইত্যাদি। সততা থাকলে অর্থাৎ মানুষ সৎভাবে চললে, মানুষ অভাবে থাকলেও বা কষ্টে থাকলেও একটা স্বন্তি থাকে এই ভেবে যে আমার যাই-ই আছে তা সৎপথে আয় করা, অসৎ পথে চললে কারও কারও মধ্যে একটা অপরাধবোধ কাজ করে যা তাকে শান্তিতে থাকতে দেয়না। সততা থেকে সরে আসার প্রথান কারণ লোভ। লোভ মানুষকে অসৎ করে তোলে আবার অল্প পরিশ্রমে বেশি আয় করার প্রবণতাও মানুষকে অসৎ করে তোলে, তাই অনেকে মাঝে বা কারখানায় কাজ না করে চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই বা টাকার বিনিময়ে মানুষ খুন করাই উচিত মনে করে। একবার সততার থেকে সরে এসে অন্যায় পথে আশ্রয় নিয়ে আবার সততার পথে ফিরে যাওয়া কঠিন হয়ে পড়ে। তাই আবার সৎ হতে চাইলেও পরিস্থিতির চাপে আর পেরে ওঠে না। সততা বিচুত যে জীবন তা যে শুধু আদর্শ ও নীতি বিরুদ্ধ তা-ই নয় তা জাতির জীবনকে নানাভাবে ঝুঁসের দিকে নিয়ে যায়। সমাজ নানা ভাবে আমাদের হাতছানি দেয় অসৎ হওয়ার জন্য, আর মনেরও স্বাভাবিক ধর্ম খারাপের প্রতি বেশি আকর্ষণ তাই বিবেক জাহ্নত না থাকলে অর্থাৎ মন দিয়ে মনকে শাসন করতে না পারলে অসৎ হয়ে উঠতে আমাদের বেশি সময় লাগে না। কিন্তু শুভ কর্মে শুভ ফল, অশুভ কর্মে অশুভ ফল। কর্মের ফল আমাদের জীবনে বর্তায়, এর থেকে রেহাই পাবার কোন উপায় নেই তাই জীবনকে আনন্দময় করার জন্য সততার বড় প্রয়োজন।

### ২। সত্যবাদিতা :

মিথ্যা থেকেই পাপ সৃষ্টি হয়। মিথ্যা মানুষকে মোহ মুগ্ধ করে সত্য থেকে দুরে নিয়ে যায়, মিথ্যা কথা বলা, মিথ্যা কথা প্রচার করা, কেবল ধর্মের ঢাকেই অন্যায় নয়, সমাজের ঢাকেও অন্যায়। মিথ্যা ভাষণ মানুষকে হেয় করে, তার ব্যক্তিত্ব লোপ পায়, মনুষ্যত্ব বিকাশ লাভে বাধা হয়। এটা সত্যি সংসারে সত্য ও ন্যায় পথে চলা অত্যন্ত কষ্টকর, তবু চেষ্টা করতে হবে। মিথ্যা আরও মিথ্যার জন্ম দেয়। তাই সত্য কথা বলা বড় দরকার। সত্যই আলো। সত্যকে বাদ দিয়ে চললে তার চরিত্র নষ্ট হয়। চরিত্র মানব জীবনের মহামূল্য ভূঁষণ। প্রবাদ আছে Money loss, nothing loss, health loss something loss, but character loss everything loss. সমস্ত মহামানবগণই বলে গেছেন আমাদের সত্যে স্থির থাকার জন্য, বলেছেন সত্যই ইশ্বর।

### ৩। ক্ষমা :

ক্ষমা হল সহনশীলতা বা সহিষ্ণুতা। আমার প্রতি বিরুদ্ধ আচরণ বা অন্যায় আচরণ করা সত্ত্বেও মানসিক উদারতা দিয়ে, ধৈর্য দিয়ে কতদুর তা সহ্য করতে পারছি, বিরুদ্ধ আচরণের জন্য আমার অন্তরে যে বিরুদ্ধভাব বা রাগ উৎপন্ন হচ্ছে তা আমি কতদুর দমন করতে পারছি তার দ্বারা বোঝা যায় ক্ষমা গুণটি আমি কতদুর জীবনে প্রয়োগ করতে পেরেছি, ভুল করা যেমন মানুষের ধর্ম তেমনি ক্ষমা করাও মানুষের ধর্ম। যে ভীরু সে অন্যায়কারীর প্রতি প্রতিবাদ করে না কারণ সে জানে যে সে প্রতিপক্ষের সাথে লড়তে পারবে

না, তাই পিছিয়ে আসো। আর যে সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না বা অন্যায়ের পরিপ্রেক্ষিতে শাস্তি দেয় না সে মহৎ। কাপুরুষ ও মহাপুরুষের আচরণ দেখতে একই রকম হলেও মানসিকতা ভিন্ন।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -

অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে  
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।

শ্রীরামকৃষ্ণ বলেছেন - অন্যায়ের প্রতিবাদ করা ভালো, আরও ভালো সহ্য করে যাওয়া।

প্রভু যীশু বলেছেন - একগালে চড় মারলে আরেক গাল বাড়িয়ে দিতে।

যীশুকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিলেন ‘একজনকে কতবার ক্ষমা করা যায়?’

যীশু বলেছিলেন - Seventy times seven. - অর্থাৎ যতবার অন্যায় করবে, ততবার ক্ষমা করবে।

আসলে ক্ষমা করা স্বত্ব নয় সবার পক্ষে। যে মহৎ সে-ই শুধু পারে, সাধাৱণজনে ক্ষমা করতে পারে না বলেই প্রতিপক্ষের উপরে ঝাপিয়ে পড়ে, ক্ষমতায় না কুলালে বাড়িতে বসে নিজের মনে গালি দিয়ে মনের ক্ষেত্রে মেটায়।

প্রবাদ আছে ‘যে সয় সে রয়, যে না সয় সে নাশ হয়।’ সহ্যশক্তি যার মধ্যে অনুপস্থিত তার দ্বারা কোন মহৎ কাজই করা স্বত্ব নয়। যে প্রকৃত মানুষ তাকে হতে হবে মাটির মত, চাষী তার বুক চিরে লাঙ্গলের ফলা চালায়। মাটি তার পরিবর্তে তাকে শস্য উপহার দেয়।

## ৪। ত্যাগ :

আত্মত্যাগ আত্মশুন্দির প্রথান উপায়, কারণ জীবনের প্রথান কাম্য মনুষ্যত্বের পরিচর্যা এবং নিজেকে জানা তথা ঈশ্বরকে জানা সর্বেপরি ঈশ্বরকে লাভ করা। ত্যাগেই মানুষের মনুষ্যত্বের উন্নতি হয়। কোন কিছু দেখা বা খাওয়া বা পরা অর্থাৎ এককথায় ভোগ মানুষকে আরও কামনার পথে ঠেলে দেয়, কোন কিছু পাওয়ার ইচ্ছাকে আরও বাড়িয়ে দেয়। ফলে আগন্তুর মত এসব কেবলই অন্তরের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়ে আপন শক্তির প্রকাশ ঘটায়। ত্যাগেই মানুষকে মানুষ করে তোলে। ত্যাগ বাসনাকে ধূংস করে মানুষের মধ্যে মানুষের সত্যকারের মনুষ্যত্ব প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করে। লোভ মানুষকে মানুষ হিসাবে অনেক নীচে নামিয়ে দেয়। মানুষ তো সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ। আত্মত্যাগই মানুষকে ভোগের প্রাচুর্য থেকে সরিয়ে নিয়ে ত্যাগের মহিমায় উজ্জ্বল করে তোলে।

## ৫। ধৈর্য :

জীবনের বিভিন্ন অবস্থায় নানা রকম প্রতিকূল পরিবেশে থাকা সত্ত্বেও মনের স্থিরতা বজায় রাখা, মনকে অচল রাখা, সহজে কোন কাজ করতে না পারলে, নিজের লক্ষ্যে দ্রুত না পৌছাতে না পারলেও ঘনঘন সিদ্ধান্ত না পাল্টেনোর যে মানবিক গুণ তা হল ধৈর্য। ধৈর্য থেকে যে গুণ জীবনে আরোপিত হয় তা হল সহ্যশক্তি। কেউ আমার বিরুদ্ধে কথা বললে বা কাজ করলেই যে আমার তক্ষুনি তার বিরুদ্ধে যে প্রতিকারমূলক আচরণ করতে হবে তা সব সময় ঠিক নয়। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করলে অনেক সময় অনেক সমস্যা অনেক সহজেই মিটে যায়, অনেক ক্ষয়-ক্ষতি এড়িয়ে যাওয়া যায়। মনে রাখা দরকার সময় অনেক সমস্যার সমাধান করে দেয়।

## ৬। অধ্যবসায় :

কোন কিছু গড়ে তোলার জন্য, কোন কিছু পাওয়ার জন্য বা কোন কিছু হওয়ার জন্য ধৈর্য সহকারে যে নিরন্তর চেষ্টা বা উদ্যোগ দরকার হয়, কোন অবস্থাতেই তার থেকে পিছিয়ে না পড়, হতাশ হয়ে চেষ্টা বন্ধ না করা, হাল না ছাড়া, যে মানবিক গুণ তা অধ্যবসায়। যাঁরা এই গুণটি যত জীবনে প্রয়োগ করতে পারেন তাঁরা তত বেশি বড় বড় কাজ করতে পারেন, তাঁরা তত বেশি জীবনে সফল হন।

## ৭। দয়া :

দয়া মানুষের এক অপরিহার্য মানবীয় গুণ। অন্যের কষ্টে বা অন্যের ব্যথায় যে মানুষের মন কাঁদে, হৃদয় আলোড়িত হয় সেই গুণটিই মানুষের দয়া। সংসারে যারা আর্ত, পীড়িত, অসহায়, দুঃখী তাদের প্রতি সহানুভূতি হওয়া মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। দয়া না জাগাটা অস্বাভাবিক অবস্থা। তাই সাধ্য মত সাহায্য করা উচিত। আমাদের শরীরের এক অংশে ব্যাথা পেলে যেমন সারা শরীরে তার প্রভাব পড়ে, তেমনি সমাজের একজন কষ্টে থাকলে তার প্রভাব সমাজেও পড়ে। তাই দয়া অবশ্যই করা উচিত। দয়া না করার জন্য পরে অনুশোচনা না করে যখনই সুযোগ এলো একটুও দেরি না করে সাহায্য করা দরকার। আসলে কাউকে সাহায্য করার সুযোগটাকে জীবনে একটা বড় প্রাপ্তি হিসাবেই দেখা উচিত। তবে কাউকে কিছু দেওয়ার ব্যাপারে যখন কোন স্বার্থ থাকে না, কিছু ফেরত পাওয়ার আশা থাকে না তখনই ঠিক ঠিক দেওয়া হয়। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন :

দেয় যে জন্য কি দশা পায় তাকে  
দেওয়ার কথা কেনই মনে রাখে।  
পাকা যে ফল পড়ল মাটির টানে  
শাখা আবার চায় কী তাহার পানে?  
দিতে যারা জানে এ সংসারে  
এমন করেই তারা দিতে পারে  
কিছুই না রয় বাকি।

আমার ১০০ টাকা আছে তার থেকে ৫ টাকা দিলাম - এ অল্প দেওয়া, ২০ টাকা আছে তার থেকে ৫ টাকা দিলাম অনেক দেওয়া আর ৫ টাকা আছে ৫ টাকাই দিলাম এ অনেক উচ্চাঙ্গের দেওয়া যদিও সবক্ষেত্রেই দেওয়ার পরিমাণ সেই ৫ টাকা।

## ৮। প্রেম-স্বার প্রতি ও ঈশ্বরের প্রতি :

কারও প্রতি যদি আমার আচরণ খুবই প্রীতিপূর্ণ হয়, এবং তা যদি স্বার্থশূন্য হয় তবে তাকে প্রেম বলা যায়। এই প্রেম-ভালোবাসা-আন্তরিকতা থাকা উচিত সকল মানুষের প্রতি, শুধু পরিবারের কয়েকজনের প্রতিই নয়। এই প্রেম থাকা উচিত সমস্ত জীবের প্রতি যাতে তারাও স্বচ্ছে সৃষ্টির মধ্যে আনন্দে বাস করতে পারে। গাছপালা যাতে সুষ্ঠ ভাবে বাঁচতে পারে, নদী নালা যাতে স্বাভাবিক ভাবে থাকতে পারে, পাহাড় পর্বত যাতে নষ্ট হয়ে না যায় তার জন্য এই প্রেম থাকা উচিত সমস্ত বস্তুর প্রতিও। প্রকৃতির মধ্যে যাতে ভারসাম্য বজায় থাকে, পরিবেশ যাতে নষ্ট না হয়, স্বষ্টির সৃষ্টিতে বাস করে যেন তাঁর সৃষ্টিকে আরও একটু সুন্দর করে যেতে পারি তার জন্য চেষ্টা দরকার। সর্বোপরি যিনি এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করেছেন, আমাদের সৃষ্টি করেছেন, আমাদের জন্য এত কিছুর আয়োজন করে দিয়েছেন - এই আলো, জল, বাতাস, এই মাটি - মাটিতে শস্য - মাঝের বুকে স্নেহ, আমাদের জন্য যাঁর নিরস্তর ভাবনা তাঁকে আমাদের সব থেকে বেশি ভালোবাসা উচিত, না বাসলে অন্যায় হয়। বাসলে বাহাদুরি হয় না, কর্তব্য করা হয়। ঈশ্বরের প্রতি ভালোবাসা শ্বাস-পশ্চাসের মতই স্বাভাবিক ও অপরিহার্য।

## ৯। শৃঙ্খলা :

যে কোন কাজ সুষ্ঠভাবে করতে গেলে কতগুলো নিয়ম নীতি বা পদ্ধতি মেনে চলতে হয়। এই মেনে চলাই হল শৃঙ্খলা। শৃঙ্খলা ছাড়া পরিবার, সমাজ, প্রতিষ্ঠান সুষ্ঠভাবে চলতে পারে না। মানুষের জীবনে শৃঙ্খলা বৈধ না থাকলে জীবন অচল হয়ে পড়তো। আপন আপন অধিকার নিয়ে বেয়াড়পনা ও বাড়াবাড়িতে সমাজ বিশ্রঞ্জল হয়ে পড়তো। তুমি রাস্তায় গাঢ়ি চলিয়ে যাচ্ছ, আমি তখন রাস্তার উপর দিব্য ঘুমাবো তা হয় না। তাতে জীবন বিপন্ন হয়, সমাজের সুস্থিতা ব্যাহত হয়। তাই আমাদের কিছু নিয়ম শৃঙ্খলা মেনে চলতেই হয়। একটি সভ্য মানব গোষ্ঠীর নাগরিক অধিকার মানে কতকগুলি নিয়ম শৃঙ্খলার আনুগত্য ছাড়া আর কিছুই নয়। যে কোনও সংস্থা, সংঘ, সমাজ, একতা ও শৃঙ্খলা ছাড়া গড়ে উঠতে পারে না। শৃঙ্খলা ভীষণ দরকার জীবনের সর্বস্তরে।

## ১০। কর্তব্যবোধ :

মানুষের জীবন ধারণের জন্য যা কল্যানকর, যার পরিচর্যায় আপন-পর স্বার জীবনযাপনের পথ সুগম হয় তা পালন করার নাম কর্তব্য। মানুষ তার বুদ্ধির দ্বারা ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়ের বিচার করে এবং কথায় ও কাজে কল্যাণ ও ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করে এবং অকল্যাণ ও অন্যায় দূর করার চেষ্টা করে এই তার প্রথম ও প্রধান কর্তব্য। যার জ্ঞান যত বেশি তার কর্তব্যবোধ তত তীক্ষ্ণ। একটি ক্ষুদ্র প্রাণী অপর একটি ক্ষুদ্র প্রাণীর উপকার করার চেষ্টা নাও করতে পারে কিন্তু মানুষ তার বিবেক ও বুদ্ধি দিয়ে অপরের কল্যাণ সাধন করা কর্তব্য মনে করে। কর্তব্যবোধ মানব জীবনে কল্যাণ বয়ে নিয়ে আসো। পরিবার-সমাজ ও দেশের সুখ ও মঙ্গল সাধনে তৎপর হবে, গুরুজনদের শ্রদ্ধা করবে, ছেটদেরকে স্নেহ করবে, আর্ত-অসহায় কে সেবা করবে এ সবই মানুষ হিসেবে তার কর্তব্য। আমরা বেশিরভাগজনই আপন আপন কর্তব্য সংস্কার সচেতন নই।

আমরা লক্ষ্য করি না যে আমার সামান্য অবহেলা বা উদাসীনতার জন্য কতজনের কত ক্ষতি হয়ে যেতে পারে। আমি একজন বাস ড্রাইভার, আমার সামান্য অবহেলার জন্য একটা দুর্ঘটনা ঘটে গেল বা গত্যব্য স্লে পৌঁছতে পাঁচ মিনিট মাত্র দেরি হল। কিন্তু আমি কি লক্ষ্য করেছি আমার জন্য বাসের ৫০জন যাত্রীর ২৫০ মিনিট সময় নষ্ট হল এবং এঁদের বিলম্বের দরখন অপেক্ষমান আরও ৫০ জন মানুষ কষ্ট পেল। আমরা অন্যের কর্তব্যচূড়ান্ত খুব দেখতে পাই কিন্তু নিজেরাটা পাই না। আপন আপন ক্ষেত্রে আমরা স্বাই যদি কর্তব্য-পরায়ণ হতাম তবে সমাজের চেহারা অনেক সুন্দর হত যেটা আমরা এখন ভাবতে পারি না।

## ১১। আত্মবিশ্বাস :

আত্মবিশ্বাস হল নিজের প্রতি নির্ভরতা, নিজের শক্তি বা সামর্থ সম্পর্কে সচেতনতা, নির্বাতিত মানবতার উন্নতির জন্য, ভেঙে পড়া জাতির রক্ষার জন্য দুর্বল জাতির শক্তি অর্জনের জন্য আত্মবিশ্বাসের একান্ত প্রয়োজন। আত্মবিশ্বাস মানুষের অন্য গুণগুলির অনুশীলন করতে উৎসাহিত করে। জীবনে যা ঠিক বলে জেনেছি তা করবই, জীবনে যা শ্রেষ্ঠ বলে জেনেছি তা পাবার জন্য ভীষণ ভাবে চেষ্টা করব, এবং তা পেতেই হবে এই হল আত্মবিশ্বাস, এই হল পৌরুষ। পুরুষকার আর গৌয়াতুমির বাইরের প্রকাশটা অনেকটা একই রকম কিন্তু তাদের প্রকৃতিটা বিপরীত। পৌরুষ মানুষকে সফলতার দিকে নিয়ে যায়, আর গৌয়াতুমি মানুষকে খঁসের পথে নিয়ে যায়। পৌরুষ শুধু পুরুষেরই থাকে না নারীরও থাকে।

## ১২। নিরহঙ্কার :

নিজের প্রচার করার ইচ্ছা, নিজে যে অনেক বড় আর স্বার থেকে একথা তখনই মনে আসে যখন মানুষ সৃষ্টির কথা ভুলে গিয়ে আত্মচিন্তায়, আত্মগরিমায় মেতে ওঠে। কিন্তু আত্মবিশ্বেষণ করলেই মানুষের এ ভুল ভেঙে যেতে সময় লাগে না। তখন আমরা বুঝি প্রথমীয়ে ও আকাশে এবং এ দু'য়ের মাঝখানে যা কিছু রয়েছে, যা আমরা দেখছি এবং যা দেখতে পাচ্ছি না এ সবই ঈশ্বর সৃষ্টি করেছেন এবং সব তাঁরই দিকে ফিরে যাবে। তাঁর অমোহ নিয়মে শীত গ্রীষ্ম ঋতু বিবরণ ও মানব-অমানব জন্মের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হচ্ছে। তাঁরই হাতে জগতের কর্তৃত্ব যিনি নিজে অভাবমুক্ত, যাঁর কোন কিছুর প্রয়োজন নেই, অথচ স্বার অভাব মেটানো, স্বার পালন ও রক্ষণাবেক্ষণ তাঁরই কর্তৃত্বে। তাঁর কিছু জিনিস ভ্রমবশতঃ নিজের ভেবে আমরা অহঙ্কার করি। বিয়ে ও নানা সামাজিক

অনুষ্ঠানে আত্মপ্রচারের প্রতিযোগিতা চলে। আমাদের চেতনা জাগ্রত হলে আমাদের অহঙ্কার চলে যায় আমরা নিরহঙ্কার হই, বিনীত হই, মনুষ্যত্বের পথে আমরা অগ্রসর হই। যখন মানুষ জানে তখন সে বিনীত হয়, যখন মানুষ বহুকিছুর অধিকারী হয় তখন সে বিনীত হয়। যীশুর্খীষ্ট বলেছেন - ‘যারা বিনীত তারাই বিশ্বের উত্তরাধিকারী’।

### ১৩। সেবা :

মানুষের কল্যাণ করার তাগিদে বা কারোর কষ্ট দেখে সহ্য করতে না পেরে নিঃস্বার্থ ভাবে কাউকে কোন কিছু সাহায্য করাই হল সেবা। সেই সাহায্য দৈহিক পরিশ্রম দিয়ে হতে পারে, বিপদের মুক্তি, কঠিন হতাশার মধ্যে সাহস দিয়ে, সান্ত্বনা দিয়ে কাউকে মানসিক ভাবে সাহায্য করা যেতে পারে, টাকা দিয়ে সাহায্য করা যেতে পারে, বাড়ি-ঘর, জমি-জায়গা জিনিসপত্র দিয়ে সাহায্য করা যেতে পারে। এছাড়া আর একভাবে সাহায্য করা যেতে পারে যেটা আমরা অনেকেই খেয়াল করি না তা হল নিজেদের পেশাগত যোগ্যতা বিনামূল্যে কাউকে দেওয়া, যেমন একজন শিক্ষক বিনাপয়সায় কোন ছাত্রকে পড়াতে পারেন, একজন দর্জি বিনামূল্যে কাউকে পেশাক তৈরি করে দিতে পারেন, একজন দারিদ্র ভ্যানচালক কোন বৃক্ষ বা কোন অসুস্থ মানুষকে বিনামূল্যে গত্তব্যে পৌঁছে দিতে পারেন ইত্যাদি। কাউকে সাহায্য করার প্রশ্ন হলেই প্রথমেই আমাদের টাকা সাহায্যের কথা মনে হয়, আর সাথে সাথে একথাটাই অনেকের মনে আসে ‘আমার নিজেরই চলে না আমি আবার অন্যকে সাহায্য করব কি করে?’ কিন্তু সৎসারে এমন মানুষ নেই যে অন্যকে সাহায্য করতে পারেন। যে ব্যক্তি নিঃস্ব ভিখারী সারা দিনে দশটি টাকা আয় করেছেন তিনিও তার থেকে একটি টাকা অন্য এক ভিখারীকে দান করতে পারেন। যদি দশ টাকায় কারোর দিন চলে যায় তবে ন’টাকাতেও চলতে পারে, যদি কাউকে দেওয়ার জন্য মন প্রস্তুত থাকে!

সেবা করা বা সাহায্য করা নিঃস্বদেহে একটি মহৎ কাজ। সেবা মহত্ত্ব হয় তখন, যখন আমরা সাহায্য করছি বা সেবা করছি না ভেবে কর্তব্যবোধে করি। ঠিক যেমন আমরা কর্তব্য করি বাবা-মায়ের প্রতি, ভাই-বোনের প্রতি, বড় হয়ে স্বামী বা স্ত্রীর প্রতি, সন্তানের প্রতি। এবং এই কর্তব্য করাটা তখন বিরাট কিছু করলাম বলে মনে হয় না, বা সমাজের পাঁচজনকে বলে বেড়ানোরও প্রশ্ন ওঠে না। সেবা মহত্ত্ব হয় তখন, যখন কাউকে সেবা করতে গিয়ে তার মধ্যে যে ঈশ্বর বিরাজমান ঐ ব্যক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরেরই সেবা করছি বা পূজা করছি এই বোধ যখন অন্তরে সদা জাগ্রত থাকে, মনে হয় তিনিই আজ করণা করে আমার সামনে উপস্থিত হয়েছেন আমার পূজা নেবেন বলে!

### ১৪। কথা ও কাজে সামঞ্জস্য :

কথায় যা বলব কাজেও তাই করব, এটি মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। কিন্তু কথায় ও কাজে এক না হলে মনুষ্যত্বের সাধনায় মানুষ হবে ব্যর্থ। কথা দিয়ে সে কাজ না করার পরিণতি নিজের ও আপরের সবার জন্য অপ্রীতিকর, অমঙ্গলজনক হয়। কথায় ও কাজে, মনে ও মুখে এক হলেই মানুষের জীবন হয় সাফল্যমন্তিত। তাই সমস্ত মহামানবই কথায়-কাজে সামঞ্জস্য রেখে আমাদেরকে পথনির্দেশ দিয়ে গেছেন।

### ১৫। স্বাস্থ্য সৌন্দর্য ও পরিচ্ছন্নতা :

শরীর যদি কারো সুস্থ থাকে এবং শক্তি সামর্থ্য পুরোমাত্রায় থাকে তাকে আমরা স্বাস্থ্যবান বলি। শরীর সুস্থ না থাকলে মন মেজাজ ভালো থাকে না, অনেক লোভনীয় খাবারও তার কাছে মূল্যহীন। কৃগ্র ব্যক্তির কাছে জগৎটা নিরানন্দের। আর স্বাস্থ্যবান ব্যক্তি শাক-ভাত খেয়ে গাছতলায় শুয়ে মহা সুখে দিন যাপন করে। সুস্থ ব্যক্তিই পরিবারকে তথা সমাজকে পরিচর্যা করতে পারে, সেবা করতে পারে, শরীর সুস্থ না থাকলে ধর্ম সাধনা বা মানবধর্ম সাধনা সম্ভব হয় না। শরীর সুস্থ রাখতে হলে নিয়মিত সময়ে আহার, নিদা, পরিমিত ব্যায়াম আসন, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন দরকার। খুব ভোরে ঘুম থেকে উঠে দেহ ও বাসস্থান পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখা দরকার। সবাই যদি বাড়ির চারপাশ পরিষ্কার রাখি তাহলে পুরো এলাকাটাই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে। প্রবাদ আছে Cleanliness is next to Godliness. শরীরের ভিতরে ও বাইরে উভয় স্থানই পরিষ্কার রাখার চেষ্টা করা দরকার। নখ, চুল, দাঢ়ি কাটা থেকে শুরু করে পোশাক পরিচ্ছদ পর্যন্ত সবকিছুতে একটা ভ্যাতার ছাপ ফুটে উঠবে। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকলে মনের মধ্যে পরিত্বাব কাজ করে, মনের মধ্যে একটা প্রশান্তি আসে। দেহের সাথে সাথে মনটাও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন, পবিত্র হওয়া দরকার। মনের মধ্যে যদি মলিনতা থাকে তবে সেখানে সুন্দরের অধিষ্ঠান হতে পারে না। ঈশ্বর চির সুন্দর। তার সৃষ্টিতে আমরাও সুন্দর হব, সুন্দর হয়ে তাঁর সৃষ্টিকে আরও সুন্দর করে যাব, শারীরিক মানসিক স্বাস্থ্যের উন্নতির সাথে আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্যের উন্নতিও সমান জরুরী আমাদের সার্বিক কল্যাণের জন্য।

### ১৬। শ্রম-সাধনা :

দারিদ্র মানুষকে হেয় করে, মানুষের মনুষ্যত্বকে করে লাঞ্ছিত। পরিশ্রমের অভাবেই এই দারিদ্র এসে জীবনের সব আশাকে পঙ্ক করে দেয়। মিতব্যয় ও কর্মতৎপরতা তাই অবশ্য কর্তব্য। পরিশ্রম বিমুখতা মানুষকে ভিখারীও করতে পারে। সংপথে শ্রমের দ্বারা যে আয় সেটিই সাঠিক উপার্জন। তাই নিজের ও পরিবারের ন্যূনতম প্রয়োজন মিটিয়ে যা থাকলো তা আর্ত - অসহায়কে দেওয়া উচিত। অপব্যয় গর্হিত অপরাধ। আমাদের জীবনটাতো কতকগুলো মুহূর্তের সমষ্টিমাত্র, বসে অনর্থক ভেবে সময় নষ্ট করার মত বোকামি আর নেই। জীবনের প্রতিটি মুহূর্তই বিশেষ মূল্যবান।

## ১৭। দেশ প্রেম :

দেশকে ভালোবাসাই হল দেশপ্রেম। দেশকে না জানলে, না দেখলে দেশের প্রতি ভালোবাসা সহজে জন্মায় না। তাই দেশের ইতিহাস পড়া দরকার, দেশটাকে ঘুরে ঘুরে দেখা দরকার, মানুষের কষ্ট, সমস্যাগুলো অনুভব করা দরকার, গরীব অসহায় মানুষদের দাওয়ায় দিয়ে না বসলে তার হাঁড়ির খবর পাওয়া যায় না। ভালো না বাসলে কেউ তার কষ্টের কথা লাঞ্ছনার কথা প্রকাশ করে না। সবটা যখন জানব তখন অনুভব হবে, যে দেশে জন্মেছি, যে দেশের জল, আলো, বাতাস নিয়ে বেঁচে আছি, যে দেশের মানুষের সহযোগিতায় সুখে বসবাস করছি। আমার যা কিছু প্রয়োজন তা হাতের কাছে পাচ্ছি তাদের জন্য আমারও কিছু করা কর্তব্য। অনুভব হয় আমি শুধু এই পরিবারের জন্য বাঁচব না, কিংবা এই গ্রাম বা শহরের জন্য বাঁচব না, আমার দেশের জন্য বাঁচব, দেশের কল্যাণ সাধনই হবে আমার প্রধান কর্তব্য। এদেশ কেবল তোমারও নয় আমারও নয়, এদেশকে যে নিজের দেশ বলে ভাবে, যে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে এদেশ তাঁরই। কেবল যে যুদ্ধক্ষেত্রেই স্বদেশ প্রেমের স্ফুরণ হয় তা নয়, শিল্প ব্যবসা, বানিজ্য, কাব্য সাহিত্য, স্বাস্থ্য, বিজ্ঞান ধর্ম ও শিক্ষার উন্নতি - ইত্যাদি নানা ভাবে দেশের দেবা করা যায়। এ সব লোকহিতিকর কর্মে দেশের গৌরব বৃদ্ধি হয় ও ইতিহাস উজ্জ্বল হয়। প্রীতি একটি মহৎ গুণ, মানবপ্রীতি মহন্তর গুণ, যিনি কেবল দেশের মানুষকে ভালোবাসেন তাঁর চাহিতে যিনি সমগ্র জগতের মানুষকে ভালোবাসেন তিনি আরও মহৎ, এই মহাগুণটি নিজের মধ্যে আরোপ করতে পারলেই আমরা মনুষ্যত্বের অধিকারী হব। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন -

বিশ্বজগৎ আমারে মাগিলে কে মোর আত্মপর?

আমার বিধাতা আমাতে জাগিলে কোথায় আমার ঘর!

## ১৮। সংযম :

সংযম-এর অর্থ কোন বিষয়ে সংযত ভাব নিয়ে চলা। হাসিতে সংযম অর্থাৎ খুব উচ্চস্তরে না হাসা বা পরিমিত হাসা, কান্নায় সংযম অর্থাৎ চিৎকার করে না কাঁদা বা দীর্ঘক্ষণ না কাঁদা। জীবনের সর্বস্তরে সংযম দরকার। যেমন খাওয়া - যে কোন কিছুই আমার খাদ্য হতে পারে না, যা সহজপাচ্য, আমার শরীর অনুযায়ী গ্রহণযোগ্য এবং আমার আর্থিক সাধ্যের মধ্যে সোচ্চাই আমার খাদ্য। যারা চাকরী করেন অনেকে মাসের প্রথমে একটু বেশি বেশি খান এবং মাসের শেষে খুব কষ্ট করে চলেন বা ধার করেন। বিশ্রাম - কম বিশ্রামে শরীর ক্লান্ত হয়ে পড়ে, বেশি বিশ্রামে শরীর অলস হয়ে পড়ে - দুপুরে ঘুমালে সাধারণতঃ মেদ জমে শরীরে, তাই বেশি না ঘুমানো দরকার। কথা বলায় সংযম দরকার। অনেক কথায় অনেক সময় অনেক অনর্থের সৃষ্টি হয়। মুখের কথাটা যেহেতু গুলির মত বেরিয়ে দেলে আর ফিরানো যায় না তাই কথা কম বলা ভালো। বই পড়া নিশ্চয়ই ভালো কাজ, তাতেও সংযম দরকার। সব বই আমার পাঠ্য হতে পারে না, এমন কি চিন্তাতেও সংযম দরকার, যে কোনও বিষয় আমার চিন্তার বিষয় হতে পারে না, তার মধ্যে বাছাই দরকার আমার কৃটি ও লক্ষ্য অনুযায়ী, মানুষের বিভিন্ন প্রকৃতি যেমন কাম, ক্রেত্র, লোভ, অহঙ্কার ইত্যাদি খারাপ গুণগুলোকে সংযত করার চেষ্টা করতে হয়, আর ভালো গুণগুলো যেমন সততা, সত্যবাদিতা, সেবা, ক্ষমা ইত্যাদি গুণগুলোকে জীবনে আরোপিত করতে হয় মনুষ্যত্বের দিকে উন্নীত হওয়ার জন্য যাতে আশক্ষির উদ্বোধন হয় যাতে জীবনটা লক্ষ্য পথে অগ্রসর হতে সহায়ক হয়। তাই সংযমের অনুশীলন হল শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য, কিন্তু এই সংযম শিক্ষার ব্যবস্থা আমাদের দেশে শিক্ষার কোনস্তরেই রাখা হয়নি। যার ফল হচ্ছে তরঙ্খর।

## ১৯। মা-বাবার প্রতি কর্তব্য :

মানুষ যখন শিশু থাকে তখন মা-বাবার শিক্ষাই প্রথম ও প্রধান শিক্ষা। আর মা বাবাই হল প্রথম ও প্রধান শিক্ষক। আবার বাবা ও মায়ের মধ্যে সংসারে মায়ের স্থান আগে। কেননা মা-ই গর্ভে ধারণ করেন, দীর্ঘ কষ্ট সহ্য করে অসীম মমতায় সন্তানকে সাবালক করে তোলেন। নিজের রোগ, শোক অগ্রাহ্য করে সন্তানের পরিচর্যা ও মঙ্গল সাধনে ব্রতী থাকেন। ছোট শিশু যখন কাঁদে তখন শুধু মা-ই বুঝতে পারেন সন্তানের কি অসুবিধা হচ্ছে। আবার সন্তান যখন বড় হয়ে লেখাপড়ার জন্য বা কর্মের জন্য দূরে থাকে তার কোন বিপদ মা-ই প্রথম অনুভব করেন।

মা আমাদেরকে শৈশবে কত আদর যত্ন করেছেন, কত বিনিন্দ রাত কাটিয়েছেন অসুস্থ হলে, আমারই মঙ্গলের জন্য শরীরের রক্ত নিঃশেষ করে বুকের দুধ দিয়ে আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন। আর বাবা অনেক কষ্টে টাকা আয় করে আমার খাওয়া-পরা, চিকিৎসা, লেখাপড়া ও আমার হাজার আবদার মিটিয়েছেন কখনও সাধ্যের বাইরেও। সেই বাবা-মায়ের প্রতি কি আমাদের কোন কর্তব্য আছে? অবশ্যই আছে, কর্তব্য না করলে ভালো না বাসলে তা মহাপাপ। কিন্তু বর্তমান সমাজে বাবা-মায়ের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাস, কর্তব্য ক্রমশঃ কর্মে যাচ্ছে। সংবাদপত্রে প্রকাশ, বাবার সম্পত্তি ছেলেকে লিখে দিচ্ছে না বলে ছেলে বাবাকে খুন করেছে। মাকে সন্তান খেতে দিচ্ছে না বলে মা হাইকোর্টে আবেদন করায় মাকে খোরপোশ যাতে দিতে না হয় তার জন্য ছেলে আদালতে ঘোষণা করছে, “এই ভদ্রমহিলা আমার মা নয়, একজন ভিখারী খোরপোশের লোভে মিথ্যা পরিচয় দিচ্ছে।”

সমাজে এখন মনুষ্যত্বের গভীর অবনমন। তাই ইদানিং অজন্ম বৃদ্ধাবাস গড়ে উঠছে। সেই বৃদ্ধাবাসে সন্তান বাবা-মাকে পাঠিয়ে দিচ্ছে নিজে একটু বেশি স্বষ্টি করে বাঁচার জন্য। কেন কেন সন্তান যথেষ্ট আয় করা সম্ভেদে বৃদ্ধাবাসের খরচ না পাঠানোয় তাঁরা বৃদ্ধাবাস ছেড়ে কেউ কেউ কেউ ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেছেন, কেউ বা কালী বা বৃন্দাবনে বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাদের আশ্রমে অনাহারে বা অর্ধাহারে থেকে একদিন বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছেন। আবার কেন কেন মায়ের ‘সোনা ছেলে’ বয়স্ক বাবা-মায়ের যত্ন করতে হবে এই দুর্ভাবনায় অসহায়, অসুস্থ বাবা-মাকে ছেড়ে অন্য কোথাও বাড়ি করে চলে যাচ্ছে। যার বাড়ি করার বা ফ্ল্যাট কেনার সামর্থ নেই অথচ বাবা-

মায়ের সাথে থাকাটা উচিত মনে করে না তারা স্বামী-স্ত্রীতে ভাড়া বাড়িতে ভুল সুখে দিন কাটাচ্ছে। আর যাদের বাড়ি কেনা বা ভাড়া নেওয়া কোনটারই সামর্থ নেই অথচ বাবা-মায়ের সাথে থাকাটা উচিত নয় জানে সেইসব অতি বুদ্ধিমান সন্তানেরা এক বাড়িতেই দুটি সংসার পাতছে। একটি নিজের জন্য আর একটি ‘বুড়োবুড়িদের’ জন্য কিংবা একটি একার সংসার, অসহায় এক বিধবা মায়ের জন্য যার সন্তান থেকেও হারিয়েছে! মায়ের কাছে এ যন্ত্রনা বড় নির্মম!

এখন এই কঠিন সময়ে, আমাদের দৃষ্টি খুবই স্বচ্ছ রেখে চলতে হবে। বর্তমান সমাজে যা-ই ঘটুক বাবা-মায়ের আদেশ যথাসাধ্য পালন করতে হবে। তাদের খাওয়া-পরা-চিকিৎসার দিকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। বিশেষ করে বাবা-মা বৃদ্ধ হলে, অসহায় হলে, অনেক বেশি ভালোবাসতে হবে, অনেক বেশি যত্নবান হতে হবে। বৃদ্ধ বয়েসে বাবা-মাকে ভালোবাসতে হবে সন্তানের মত, ঠিক যেমন আমার শৈশবে আমার বাবা-মা আমাকে ভালোবেসেছিলেন, সেবা-যত্ন করেছিলেন! একটি কথা খুব স্মরণে রাখা দরকার, তা হল কর্মকল কেউ এড়াতে পারে না। আমি যদি অসহায়, অসুস্থ বাবা-মাকে না দেখি আমারও একদিন বার্ধক্য আসবে, অসহায় হয়ে পড়ব, কিংবা অসুখে বা দুর্ঘটনায় কম বয়েসেও আমি অসহায় হয়ে যেতে পারি। অনেক টাকা আমার ব্যাক্সে থাকলেও খাওয়া-পরা-চিকিৎসা হবে না যদি না আমার সন্তান আমাকে দেখে। তার চেয়েও বড় কথা হল মানুষ শুধু খেতে পেলেই সুস্থভাবে বাঁচতে পারে না তার বেঁচে থাকার জন্য একটু ভালোবাসা বড় প্রয়োজন। অনেক স্নেহ-মত্তা দিয়ে গড়া সন্তান যদি পর হয়ে যায় সে কষ্ট সহ্য করে বেঁচে থাকা বড় কঠিন - এই কথাটি খুব স্মরণে রাখা দরকার!

## ২০। শিক্ষা-গুরুর প্রতি কর্তব্য :

শিক্ষক কে? যাঁর কাছ থেকে আমরা কিছু শিখি, জানি, তিনিই শিক্ষক। সেভাবে দেখলে সারা জীবনে আমরা যত মানুষের সংস্পর্শে আসি সবাই আমার শিক্ষক, কারণ সবার থেকেই আমরা কিছু না কিছু শিখি। শুধু মানুষ নয় প্রাণীদের থেকেও শিখি, প্রকৃতির থেকেও শিখি। নিজেকে প্রকৃতির সাথে খাপ খাইয়ে জীবনের চলার পথকে সুগম করতে, জীবনে প্রতিষ্ঠিত হতে, জীবনে আনন্দ পেতে যাঁর সাহায্য নিই তাঁকে আমরা সাধারণতঃ শিক্ষক, গুরু বা ওস্তাদ বলি। মনে রাখা দরকার যিনি একটি অক্ষরও শিখিয়েছেন, তিনিই শিক্ষক। বাবা-মায়ের পরেই যাঁকে আমরা তেমন শ্রদ্ধা করব, তিনি হলেন আমার শিক্ষক। বাবা-মায়ের মধ্যমে আমরা জীবন লাভ করি, কিন্তু কিভাবে জীবন যাপন করলে আমরা প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হব সে শিক্ষার তত্ত্বগত ও ব্যবহারিক অনুশীলন আমরা লাভ করি শিক্ষকের কাছ থেকে। তাই তিনি আমাদের কাছে পরম শ্রদ্ধার পাত্র। শ্রদ্ধার সাথে গ্রহণ না করলে সে শিক্ষা কখনওই পরিপূর্ণ হয় না। শিক্ষা দানের জন্য বেশিরভাগ শিক্ষককেই যেহেতু আমরা পারিশ্রমিক দিই, আর শুধু সে কারণেই যদি শিক্ষককে দোকানদার ও নিজেকে খরিদ্দার ভাবি তাহলে সবটাই প্রদৰ্শন। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য তো সংযমের অনুশীলন যার দ্বারা আমাদের আত্মশক্তির উদ্বোধন ঘটবে, সমস্ত প্রবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণে এনে জীবনটাকে সুন্দর পরিপূর্ণ করে তুলব। কলসীর তলায় যদি একটা ফুটো থাকে তাহলে সব জল যেমন ধীরে ধীরে বেরিয়ে যায় তেমনি কোন একটি প্রবৃত্তিকে সংযত করতে না পারার জন্য মানুষ হওয়ার তপস্যা নষ্ট হয়ে যেতে পারে। একাজে যিনি আমাকে সাহায্য করেছেন তাঁকে যে নামেই ডাকি না কেন তিনি আমার তেমন শ্রদ্ধার পাত্র। আবার যিনি জাগতিক শিক্ষা দিচ্ছেন যার দ্বারা আমি অর্থ উপার্জন করতে পারি, আমার জীবনযাপন করা সম্ভব হচ্ছে, তিনিও তেমন শ্রদ্ধার পাত্র। এ বিষয়ে গীতার বাণী স্মরণ করব, ‘শ্রদ্ধাবান লভতে জ্ঞানম্’- যার শ্রদ্ধা আছে, সেই জ্ঞান লাভ করতে পারে। স্মরণ করব আলেকজান্ডারকে। আলেকজান্ডার তাঁর শিক্ষাগুরু এ্যারিস্টটল সম্পর্কে বলেছিলেন : To my father I owe my life but to Aristotle I owe how to live worthily - আমার বাবার কাছে আমি জীবন লাভ করেছি, সে জন্য খন্তি, আর এ্যারিস্টটলের কাছে খন্তি কিভাবে জীবন যাপন করতে হবে, সেই প্রশিক্ষণের জন্য। যে তার শিক্ষা গুরুকে অবজ্ঞা করে, তার কখনও মনুষ্যত্ব বোধ জাগ্রত হয় না।

সবশেষে বলি, আমাদের প্রতিমুহূর্তে স্মরণে রাখতে হবে, মানুষের জীবন বিপুল সন্তানাময়। এ জীবন ও জগৎ উদ্দেশ্যহীন সৃষ্টি নয়। জ্ঞানের অনুশীলনের দ্বারা সৃষ্টির রহস্য উপলব্ধি করে ইহজীবন ও পরজীবন যাতে শান্তির হয়, আনন্দের হয় তার জন্য নিরন্তর চেষ্টা করে যেতে হবে। আর জগৎ ও জীবনের যিনি স্ফট্টা আমাদের প্রতি যাঁর করণার কোন পারাপার নেই তাঁকে জ্ঞান চেষ্টা করতে হবে, তাঁকে ভালোবাসতে হবে। তাঁকে জেনে তাঁর সৃষ্টি এই জগৎকে ভালোবাসতে হবে পরিপূর্ণ মানুষ হয়ে ওঠার জন্য।

\*ছাত্র-ছাত্রীদের উদ্দেশ্যে চেতন সেবাশৰ্ম সংঘ দ্বারা প্রচারিত।